Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana
SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

জন লকের রাষ্ট্রচিন্তা

সামাজিক চুক্তি মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা হলেন জন লক্ । উনিশ শতকের উদারনীতিবাদের যে সমৃদ্ধশালী অবস্থা আমরা লক্ষ্য করি এবং যে উদারনীতিবাদ সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির রাজনীতিক কাঠামোর প্রধান স্তম্ভ হয়েছিল তার নির্মাণ লকের হাতেই ঘটেছিল । সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের বিপ্লব, অষ্টাদশ থতকের প্রারম্ভিক বছরগুলির রাজনীতিক চালচিত্র এবং আরও কতকগুলি ছোটখাট ঘটনা ও বিপ্লবের প্রভাব লকের উপর পড়ায় এবং জনগণের অধিকার ও স্বাধিনতার প্রতি সহানুভূতি থাকায় তাঁর চিন্তাধারা কিছু পরিমাণে অসঙ্গতির দ্বারা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে পড়েছিল ।

প্রসঙ্গত জন লক্ সরকারের গঠন, কাজ এর উপর নাগরিকের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ, আইন সভা, বিপ্লব, সরকারের গঠন, কাজ এর উপর নাগরিকের প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ, আইন সভা, বিপ্লব, সরকারের বিরুদ্ধাচারের অধিকার নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন । তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মধ্যে সর্বত্র কম বেশি থেকে গিয়েছে যে কারণে তাঁর সার্বভৌমতা তত্ত্ব হবসের মত যুক্তিযুক্ত হয়নি । হবস স্বৈরবাদের সমর্থক ছিলেন বলে চরম সার্বভৌমতা তত্ত্বে কাঠামো রচনা করতে পেরেছিলেন । তাঁর দর্শনচিন্তার মূল ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় । কেউ কেউ বলেন সার্বভৌমতার অবস্থান সম্পর্কে তাঁর কোন সঠিক ধারণা ছিল না । তিনি কখনো জনগণকে কখনো আইনসভাকে সার্বভৌমতার আধার বলেছেন ।

১৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলেছেন- There can be but one supreme power which is legislative, to which all the rest are and must be subordinate .

উল্লেখ্য, লক্ সার্বভৌম কথাটা ব্যবহার করেনি, তবে তিনি সুপ্রিম পাওয়ার ও সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । লকের রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম ব্যাখাকার জে. ডব্লু.গফ্ বলেছেন - লক্ প্রথম হবসের চরম সার্বভৌমতা তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তা হওয়াটা স্বাভাবিক । তিনি হবসের লেভিয়াথান এর সঙ্গে কতখানি পরিচিত ছিলেন তা বিচার করবেন রাষ্ট্রবিদ্রা ।

সুতরাং আইনসভাকে সুপ্রিম পাওয়ার করায় আমাদের আপত্তি নেই বরং আমরা বলতে পারি যে তিনি যদি এখানে ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিনি এক বিশিষ্ট আসনে বসতে পারতেন। কিন্তু ১৩৫ ও ১৪৯ নং এবং ১৩৬ নং অনুচ্ছেদেও তিনি যা বলেছেন তার ভিত্তিতে আমরা আদৌ বলব না যে এ বিষয়ে তিনি একজন সঙ্গতিপূর্ণ চিন্তক ছিলেন। ১৩৫ নং অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন-

It is not, nor can be possibly be, absolutely arbitrary over the lives and fortunate of the people.

প্রসঙ্গত বলা যায় সার্বভৌম ক্ষমতা কখনো জনগণের জীবন ও সম্পত্তি বা সম্পদ হরণ করতে পারে না। রাষ্ট্র কখনো স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। ন্যায়, বিচার, অধিকার এবং প্রচলিত আইন লঙ্ঘন করে তিনি শসন করতে পারে না। সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী কোন কাজ করার ক্ষমতা সার্বভৌমের নেই।

তিনি বলেছেন,

Legislative being only fiduciary power to act for certain ends these remain still in the people supreme power.

আইন সভা হচ্ছে জনসাধারণের হাতে কতকগুলি দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করবে। খামখেয়ালী ভাবে কোনো কিছু প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। যদি সে রকম ঘটনা ঘটে , সেক্ষেত্রে আইনসভাকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করা হবে। জনগণই হল সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। লক্ লোকসমাজ ও জনগণ - এই দুটোকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন। আইন সভা তাৎক্ষনিক সার্বভৌম ও চূড়ান্ত সার্বভৌমের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশের কথা বলেছেন।আইনসভা বা সরকারকে চুক্তির শর্তানুযায়ী শাসন চালাতে হবে এবং ব্যর্থতার ক্ষেতরে জনসাধারণ সেই সরকার বা আইনসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে।

বলা যায় যে, লক্ লোকসমাজের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণের কথা যখন বলেছেন তখন বলা যায় যে লক্ জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন । লকের রাষ্ট্র চিন্তার বিশ্লেষকগণ এ প্রসঙ্গে বলেন যে, লকের এই ধারণার মধ্যে বুর্জোয়া তান্ত্রিক মানসিকতার প্রতিফলন পাওয়া যায় । লকের মতে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করাই সার্বভৌমের অন্যতম কাজ । সার্বভৌমের উপর অন্যান্য সীমাবদ্ধতা আরোপ করে লক্ উদারনীতিবাদকে নিষ্কটক করে তোলেন । তাই এক্ষেত্রে সংবিধান তন্ত্রের ভিত্তি পাওয়া যায় । সুতরাং চুক্তির বাইরে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রয়োগ করা সঠিক হবে না ।